

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SURJOGROHON

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْكُسُوفِ

অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ

٦٦٤. بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

৬৬৪. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় সালাত ।

٩٨٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِبَاءَهُ حَتَّى نَخْلُ الْمَسْجِدَ فَنَخْلُهَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَاذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَيْنَكُمْ .

৯৮৩ আমর ইব্ন আওন (র.).....আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম, এ সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'রাকা আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে।

٩٨٤ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَاذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا .

৯৮৪ শিহাব ইবন আব্বাদ (র.)..... আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

৯৮৫ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

৯৮৫ আসবাগ (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে তখনই সালাত আদায় করবে।

৯৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعَيْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ . فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ .

৯৮৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)..... মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় যে দিন (তার পুত্র) ইবরাহীম (রা.) ইনতিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইবরাহীম (রা.) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।

৬৬৬. بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُوفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা।

৯৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ يَتَوَدَّعُ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ يَتَوَدَّعُ الرُّكُوعَ الْأَوَّلَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الْأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ انْتَصَرَفَ وَقَدِ

تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيِرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

৯৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকু' করেন। এরপর পুনরায় (সালাতে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকু' করেন এবং এ রুকু'ও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকা'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন এবং যখন সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সালাত শেষ করেন। এরপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্বা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবে। এরপর তিনি আরো বললেনঃ হে উখাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম, আল্লাহর কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহর চাইতে বেশী অপসন্দকারী কেউ নেই। হে উখাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে তোমরা অবশ্যই কম হাঁসতে এবং বেশী কাঁদতে।

১১৬. بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসুফের জন্য 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহবান।

৯৮৮ حَدَّثَنَا اسْتَحْقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ بْنُ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَدَّى إِنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً .

৯৮৮ ইসহাক (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হলো, তখন (সালাত সম্বন্ধে) হওয়ার জন্য 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহবান জানানো হলো।

১১৭. بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ

৬৬৭. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুত্বা। আয়িশা ও আসমা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ খুত্বা দিয়েছিলেন।

৯৪৯ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنَيْسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَأَقْتَرَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ آدِنِي مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَأَعِزُّوا إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرٌ بِنُ عِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَحَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رُكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبِيحِ قَالَ أَجَلٌ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ .

৯৮৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর ও আহমাদ ইবন সালিহ (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবৎকালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাক্বীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। এরপর তাক্বীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী। তারপর তিনি 'আল্লাহ্ আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকু' করলেন, তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি বললেন : 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' এরপর সিজদায় গেলেন। তারপর তিনি পরবর্তী রাকা'আতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজদার সাথে চার রাকা'আত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ দ্রুত হয়ে গেল। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন : সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি

নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জনোর কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে গমন করবে। রাবী বর্ণনা করেন, কাসীর ইব্ন আব্বাস (র.) বলতেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আয়িশা (রা.) থেকে উরওয়া (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাই আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই (আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর) তো মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেদিন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায়ের অতিরিক্ত কিছু করেননি। তিনি বললেন, তা ঠিক, তবে তিনি নিয়ম অনুসারে ভুল করেছেন।

৬৬৮. **بَابُ هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَخَسَفَ الْقَمَرُ**

৬৬৮. অনুচ্ছেদ : 'কাসাফাতিশ্ শামসু' বলবে, না 'খাসাফাতিশ্ শামসু' বলবে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

৯৯০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقِيلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدَّتْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

৯৯০ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায় করেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। এরপর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন। এরপর মাথা তুললেন, আর 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে আগের মতই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা আগের কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন, তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তিনি শেষ রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতের অনুরূপ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি খুত্বা দিলেন। খুত্বায় তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিংবা জনোর কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা ভীত বিহবল অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করবে।

৬৭৭. **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَخُوفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكَسُوفِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

৬৬৯ অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ এর উক্তি : আল্লাহ তা'আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। আবু মুসা (আশ'আরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

৯৯১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخُوفُ بِهَا عِبَادَهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يَخُوفُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مَبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَخُوفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ .

৯৯১ কুতাইবা ইবন সাযীদ (র.)..... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। তবে এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুল ওয়রিস, শু'আইব, খালিদ ইবন আবদুল্লাহ, হাম্বাদ ইবন সালাম (র.) ইউনুস (র.) থেকে এ দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন' বাকাটি বর্ণনা করেননি; আর মুসা (র.) মুবারক (র.) স্থলে হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবু বাকরা (রা.) নবী ﷺ থেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ এ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। আশ'আস (র.) হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৭. **بَابُ التَّعْوِذِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكَسُوفِ**

৬৭০. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়া।

৯৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُعَذِّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجْرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ

তখন এক রাকাত আতে দু'বার রুকু' করেন, এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাত আতেও দু'বার রুকু' করেন এরপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আযিশা (রা.) বলেছেন, এ সালাত ব্যতীত এত দীর্ঘ সিজদা আমি কখনও করিনি।

৬৭২. **بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صَلَاةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**

৬৭২. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণ-এর সালাত জামা'আতে আদায় করা। ইবন আব্বাস (রা.) লোকদেরকে নিয়ে যম্‌যমের সুফ্‌ফায় সালাত আদায় করেন এবং আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) জম্মা'আতে সালাত আদায় করেছেন। ইবন উমর (রা.) গ্রহণে-এর সালাত আদায় করেছেন।

৯৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ انْكَسَفَتْ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاولْتُ عَنْقُودًا وَلَوْ أَصْبَغْتَهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرْ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْطَحَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِمْ قِيلَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ، قَالَ يَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُمْ الدُّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৯৯৪ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর দীর্ঘ রুকু' করেন। তারপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি

দীর্ঘ রুকু' করলেন। তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সিজ্দা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা আগের রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা প্রথম রুকু' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজ্দা করেন এবং সালাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন : আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক ওচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়ম থাকার পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রীলোক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে? তিনি বললেন : তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, এরপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

৬৭৩. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭৩. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সংগে মহিলাদের সালাত।

৯৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يَصَلُّونَ ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَيْهَ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ ، قَالَتْ فَقَمْتُ حَتَّى تَجَلَّيَ الغَيْشُ فَجَعَلْتُ أَسْبُ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، لَقَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يَزِي أَعْدَاكُمْ فَيَقَالُ لَكُمْ مَا عَلِمْتُمْ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِّنُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجِبْنَا

وَأَمَّنَا وَاتَّبَعْنَا فَيَقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنَّ كُنْتَ لَمَوْقِنًا وَأَمَّا الْمَنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا
قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৯৯৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (রা.).....আসমা বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমি নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তখন লোক-জন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। তখন আয়িশা (রা.) ও সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তখন তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং 'সুবহানাল্লাহ' বললেন। আমি বললাম, এ কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি ইশারায় বললেন, হাঁ। আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে) আমি প্রায় বেহঁশ হয়ে পড়লাম এবং মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আব্দুল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন: আমি এ স্থান থেকে দেখতে পেলাম, যা এর আগে দেখিনি, এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাছালের ফিতনার ন্যায় অথবা বলেছেন তার কাছাকাছি ফিতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ('মিস্লা' ও 'কারীবান') দুটির মধ্যে কোন্টি আসমা (রা.) বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের এক একজনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি জান? তখন মু'মিন (ঈমানদার) অথবা 'মুকিন' (বিশ্বাসী) বলবেন- বর্ণনাকারী বলেন যে, আসমা (রা.) 'মু'মিন' শব্দ বলেছিলেন, না 'মুকীন' তা আমার খরণ নেই, তিনি হলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়ত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা এতে সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান এনেছি ও তাঁর অনুসরণ করেছি। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি নেককার বান্দা হিসেবে ঘুমিয়ে থাক। আমরা অবশ্যই জানতাম যে, নিশ্চিতই তুমি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলে। আর মুনাফিক কিংবা সন্দেহকারী বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা.) 'মুনাফিক' না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই, সে শুধু বলবে, আমি কিছুই জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনছি এবং আমিও তাই বলেছি।

৬৭৫. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي الْكُسُوفِ الشَّمْسِ

৬৭৫. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়।

حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ .

৯৯৬ রাবী ইব্ন ইয়াহুয়া (রা.).....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৭৬. بَابُ صَلَاةِ الْكُفُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদে সূর্যগ্রহণের সালাত ।

৯৯৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْعَذِبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرَكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سَجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْتَصَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৯৯৭ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এল। মহিলাটি বলল, আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব থেকে পানাহ দিন। তারপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেওয়া হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই কবর আযাব থেকে। পরে একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি ফিরে এলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হজরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর দীর্ঘ রুকু' করলেন। তারপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ রুকু' করেন। তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তিনি আবার দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন, তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকু' করেন। অবশ্য এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন। এ সিজদা প্রথম সিজদার চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সালাত আদায় শেষ করেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই বললেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেন।

৬৭৬. ۱۶۷۲. بَابُ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمَغْبِرَةَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ : কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। আবু বাকরা, মুগীরা, আবু মুসা, ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

۹۹۸ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

৯৯৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো মৃত্যুর ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

۹۹۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِنَّ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

৯৯৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। নবী করীম ﷺ তখন দাঁড়ালেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি কিরাআত দীর্ঘ করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে কম ছিল। আবার তিনি রুকু' করেন এবং রুকু' দীর্ঘ করেন। তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দু'টি সিজদা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতেও অনুরূপ করেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হল দু'টি নিদর্শন; যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করবে।

৬৭৭. بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬৭৭. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর। এ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।

১০০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يَخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَأَسْتِغْفَارِهِ .

১০০০ মুহাম্মদ ইবন আলা (র.).....আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল, তখন নবী করীম ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকু' ও সিজদা সহকারে সালাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন : এগুলো হল নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহবল অবস্থায় আল্লাহর যিকর, দু'আ এবং ইসতিগ্ফারের দিকে অগ্রসর হবে।

৬৭৮. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৭৮. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় দু'আ। এ বিষয়ে আবু মুসা ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَدُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ .

১০০১ আবুল ওয়ালীদ (র.).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (এর পুত্র) ইব্রাহীম (রা.) যে দিন ইনতিকাল করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলল, ইব্রাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয়

না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ করবে এবং সালাত আদায় করতে থাকবে।

৬৭৭. **بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَا بَعْدُ . وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرْتَنِي قَاطِعَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَانصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهُ بِمَا مَرَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ .**

৬৭৭) অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের খুত্বায় ইমামের "আম্মা-বা'দু" বলা। আবু উসামা (র.) বলেন, হিশাম (র.)....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন আর এদিকে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি খুত্বা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন : 'আম্মা বা'দু'।

৬৭৮. **بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ .**

৬৮০ অনুচ্ছেদ : চন্দ্রগ্রহণের সালাত।

১০০২ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بِنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ .**

১০০২) মাহমুদ (র.).....আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন।

১০০৩ **حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ فَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَكْشَفَ مَا بَيْنَكُمْ وَذَلِكَ أَنْ ابْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ . فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ .**

১০০৩) আবু মা'মার (র.).....আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তিনি বের হয়ে তাঁর চাদর টেনে টেনে মসজিদে পৌঁছলেন এবং লোকজনও তাঁর কাছে একত্রিত হল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এরপর সূর্যগ্রহণ মুক্ত

হলে তিনি বললেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম ﷺ এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা.)-এর ওফাত হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে বলাবলি করছিল।

৬৮১. بَابُ الرُّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

৬৮১. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রথম রাকাত হবে দীর্ঘতর।

۱۰۰۴ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأُولَى أَطْوَلُ .

১০০৪] মাহমুদ ইবন গাইলান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় লোকদের নিয়ে দু'রাকাত আতে চার রুকু' সহ সালাত আদায় করেন। প্রথমটি (রাকাত আত দ্বিতীয়টির চাইতে) দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

৬৮২. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

৬৮২. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে সশব্দে কিরাতাত পাঠ।

۱۰۰۵ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نُرَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَةٍ تِي فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةٍ تِي كَبَّرَ فَرَكَعَ

وَإِذَا رَقَعَ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ قَالَ الْوَلِيدُ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُرَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ

شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ

إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلُ إِنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَسَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْجَهْرِ .

banglainternet.com

১০০৫] মুহাম্মদ ইবন মিহরান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

সূর্যগ্রহণের সালাতে তাঁর কিরাআত সশব্দে পাঠ করেন। কিরাআত সমাপ্ত করার পর তাকবীর বলে রুকু' করেন। যখন রুকু' থেকে মাথা তুললেন, তখন বললেন, 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَانَ الثَّابِتُ' তারপর এ গ্রহণ-এর সালাতেই তিনি আবার কিরাআত পাঠ করেন এবং চার রুকু' ও চার সিজ্দাসহ দু' রাকাআত সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী আওয়ামী (র.) ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী (র.)-কে উরওয়া (র.)-এর মাধ্যমে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে খোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকু' ও চার সিজ্দাসহ দু' রাকাআত সালাত আদায় করেন। ওয়ালীদ (র.) বলেন, আমাকে আবদুর রাহমান ইব্ন নামির আরো বলেন যে, তিনি ইব্ন শিহাব (র.) থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী (র.) বলেন, যে, আমি উরওয়াকে (র.) বললাম, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (র.) এক্ষুণ করেছেন নি। তিনি যখন মদীনায় গ্রহণ-এর সালাত আদায় করেন, তখন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। উরওয়া (র.) বললেন, হাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছেন। সুলাইমান ইব্ন কাসীর (র.) যুহরী (র.) থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইব্ন কাসীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

Subhanallahi owabihamdihi , Subhanallahi owabihamdihi